JANE'S CARDS

CHILDREN
ON
THE SIDEWALK

আমার নাম জেনি এবং আমি বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা - অন্যতম একটি ঐতিহাসিক শহরের মেয়ে। এইখানেই আমার জীবনযাত্রা শুরু হয়।

আমি বারো বছর বয়সী তখন। আমার জন্মদিন ৪ মে তারিখে এবং আমার ওই জন্মদিনটি বিশেষ ছিল কারণ, আমি আমার মা বাবার সাথে শহরে ঘুরতে গিয়েছিলাম। আমরা মেলায় গিয়েছিলাম, প্রচুর খাবার খেয়েছি রাস্তার পাশের দোকান গুলো থেকে, এমনকি অনেক ধরণের খেলাধুলা ও দেখেছি! রাস্তায় মানুষ যে সব ভিন্ন জিনিস দেখে তা রোমাঞ্চকর!

আমার অনেক বন্ধু এবং প্রতিবেশীরা বলেছেন যে আমি খুব সাহসী মেয়ে। কারন আমি যদি কিছু ভুল মনে করি, আমার মতামত প্রকাশ করতে আমি ভয় পাই না। আমি একটি উদাহরণ দিতে পারি।আপনারা নিজেই দেখে নিন আমি সাহসী কিনা। একদিন আমাদের ক্লাস শিক্ষক আমাদের স্কুলে পাশে একটি পুকুর সম্পর্কে বলছিলেন, শুকিয়ে গেছে। তিনি আমাদের বলেন যে, পুকুরটা ভরাট করে সরকার সেখানে ঘর নির্মাণ করতে পারে। আমি তাড়াতাড়ি উঠে আমার শিক্ষককে বললাম যে, যদিও সেই পুকুরটি শুকিয়ে গেছে, তবুও বৃষ্টি হলে এটা অতিরিক্ত পানি ধরে রাখতে পারে। আমি এটা জানতাম কারণ আমার দাদা, যিনি গ্রামের একজন বাসিন্দা ছিলেন আমাকে বলেছিলেন। যদি আমরা পুকুর ভরাট করে ঘর নির্মাণ করি, তাহলে পানি যাওয়ার কোন জায়গা থাকবে না এবং তারপর বৃষ্টি হলেই বন্যার সৃষ্টি হবে, আর সকলের ঘরে পানি চলে আসবে। আমি পত্রিকায় পড়েছি যে, আমাদের শহরগুলোর পুকুর, জলাশয় এবং লেকগুলি আমাদের সকলের এবং তাই আমরা সকলেই এদের মালিক এবং আমরা অনুমতি না দিলে কেউ এই সকল জলাশয় এর ওপর বাড়ি নির্মাণ করতে পারবে না।

এরপর আমার শিক্ষক ও আমি ওয়ার্ড কাউন্সিলরকে একটি চিঠি লিখেছিলাম। কাউন্সিলর চিঠি দেখেছিলেন এবং আমাদের সাথে দেখা করতে চেয়েছিলেন। আমার বাবা-মা তখন খুব এ উৎসাহী হয়ে ওঠে এবং আমাদের প্রতিবেশীদেরকে এ সম্পর্কে জানায়। পরের দিন আমি, আমার শিক্ষক, আমার সহপাঠীরা, আমার বাবা-মা, আমার প্রতিবেশীরা সবাই মিলে কাউন্সিল এর সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম এবং এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছিলাম।এরপর তারা সেই পুকুরে বাড়ি নির্মাণের ধারণাটি বাতিল করে দেয়।এই প্রথমবার আমার বাবা-মা আমার প্রচেষ্টার জন্য ভীষণ গর্বিত হয়ে ওঠে।

প্রশ্নঃ কি কি ধরণের জলাশয় আছে আমাদের শহরে? এই জলাশয়গুলো সংরক্ষণের ব্যাপারে তোমাদের চিন্তা কি?

আমি ধীরে ধীরে এই কর্মব্যস্ত শহরেই বেড়ে উঠছি। আমার বাবা আমাদের পাড়ার একজন সুপরিচিত ডাক্তার। আপনি কি জানেন, লোকেরা প্রায়ই বলে যে বাচ্চারা তাদের পিতামাতার স্বভাব আগ্রহগুলো বেছে নেয়? আমার মনে হয় আমি আমার বাবার কারণে শহরের প্রতি এক ধরণের টান অনুভব করতাম। আমার বাবা শহুরে জীবনকে পছন্দ করেন কারণ এতে বিভিন্ন সংস্কৃতির বিভিন্ন ধরণের মানুষ রয়েছে এবং বিভিন্ন কার্যকলাপ রয়েছে। আমার বাবা আমাকে বলতেন, কিভাবে এই সব বিভিন্ন দিক নগরের জীবনযাত্রার পরিপূরক অংশ হয়ে উঠে। আস্তে আস্তে আমিও এসব পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করি।

সময়ের সাথে সাথে আমি প্রখর পর্যবেক্ষক হয়ে ওঠে। আমার ভালো লাগতো আমার চারিদিকের অনবরত হতে থাকা ঘটনা গুলো দেখতে এবং তারপরে আমি চিন্তা করতাম, কেন কিছু নির্দিষ্ট ঘটনা কিছু নির্দ্দিষ্ট উপায়েই ঘটে। আমার বাড়ির পাশে একটি চায়ের দোকান আছে, দোকানটি সারা দিন জুড়ে ভিড় করে থাকে এবং তাই দোকানের মালিক ফুটপাতে কয়েকটি বেঞ্চ রাখেন যাতে তার গ্রাহকরা বসতে পারেন। তিনি মনে করেন যে, তিনিই ফুটপাতের সেই অংশটি মালিক কারণ তার দোকান সেখানে রয়েছে। গ্রাহকরা মনে করেন যেহেতু তারা সেই দোকানের চা কিনেন, তারা সেখানে তাদের সাইকেল পার্ক করতে পারে। কিন্তু প্রতিদিনই স্কুলে যাওয়ার সময় আমাকে বাড়ি থেকে বাস স্ট্যান্ডের দিকে হেঁটে যেতে হয়, আর তখনই আমাকে ফুটপাত থেকে রাস্তায় নেমে ওই চায়ের দোকানটি অতিক্রম হয়ে আবার ফুটপাতে উঠতে হয়। এই কাজ করার সময় আমি অনিরাপদ বোধ করি। আমি মনে করি, ফুটপাতটিতে আমারই অধিকার হওয়া উচিত কারণ আমি একজন পথচারী! আর এটি তো পথচারীদের জন্যেই! এই অভিজ্ঞতা আমাকে ব্যক্তিগত স্থান এবং পাবলিক স্থান সম্পর্কে চিন্তা করতে শেখায়।এই চিন্তা দীর্ঘ সময়ের জন্য আমার সাথে ছিল।

আমি পাবলিক বাসে করে স্কুলে যাই। যাওয়ার সময় বাস থেকে আমি রাস্তা আর রাস্তার মানুষজন দেখে সময় পার করি। কিন্তু বেশিরভাগই আমি শহরে হাঁটতে পছন্দ করি। আমি যখন হাঁটতে থাকি তখন অনেক ধরণের জিনিস দেখে আমি মজা পাই আর আকর্ষণীয় লাগে, কিন্তু যখন আমি গাড়ীর ভিতরে থাকি তখন আমি অনেক কিছুই লক্ষ্য করতে পারি না।

আমি আজ জানতে পেরেছি যে, আমরা দিনাজপুর নামে একটি ছোট শহরে চলে যাবো, কারণ আমার বাবার সেখানে সরকারি হাসপাতালে চাকরি পেয়েছেন। আমি সেখানে একটি স্কুলে পড়াশোনা চালিয়ে যাব। কিন্তু আমি নিশ্চিতভাবেই জানি, ঢাকা শহরের এই কর্মব্যস্ততা ও হুরুস্থুল জীবনযাপনের কথা আমার খুব মনে পড়বে।

প্রশ্নঃ প্রতিদিন তোমরা কি কি ধরণের যানবাহন ব্যবহার করো? এদের মধ্যে কোনটি তোমার প্রিয় এবং কেন?

JANE
JACOBS
EYES ON
STREET

হুররে!! আমার এখন উনিশ বছর এবং আমার হাইস্কুলে পড়া শেষ হয়েছে। এবার আমি আমার বোন প্রীতির সাথে ঢাকায় ফিরে যাচ্ছি আর সেখানে আমি একটি কলেজে পড়াশোনা শুরু করবো। আমি যখন স্কুলে ছিলাম তখনই আমি বুঝতে পেরেছিলাম, আমি যে জিনিসগুলি লক্ষ্য করি এবং যা আমি পর্যবেক্ষণ করি সেসকল ঘটনাগুলো নিয়ে ছোট ছোট নোট লিখে রাখতে আমার ভালো লাগে। এখন যেহেতু ঢাকায় ফিরে যাব, আমি চেষ্টা করবো, আমার সেই সকল দক্ষতার আরো বিকাশ করতে পারি কিনা।

আমার মনেই হয় না সাত বছর খুব একটা বেশি সময় যে এর মধ্যে ঢাকা বদলে যাবে, কিন্তু আশ্চর্যভাবে আমি দেখতে পাই, আমার ঢাকা শহরটা অনেক বদলে গেছে! আমার মনে আছে, আমাদের বাড়ি থেকে পাঁচ মিনিটের হাঁটার মধ্যে একটি পার্ক ছিল। সে পার্কে আমি অনেক ধরণের খেলাধুলা, নিত্যদিনের বিভিন্ন কাজকর্ম দেখতে পেতাম। এখন এটির জায়গায় একটি বড় কাচের বিল্ডিং হয়েছে, যেখানে লোকেরা ফুলহাতা শার্ট, কোট, টাই পরে কাজে যায়। আমি অবাক হয়ে ভাবলাম, কিভাবে আমি এই অসহনীয় গরমে এই রকম পোশাক পরে থাকবো! এখন নদী-লেক গুলি থেকে খুব দুর্গন্ধ আসে, বাজার যেখানে আমরা ফল এবং সবজি কিনতে যেতাম, সেখানে এখন একটি বহুতল অ্যাপার্টমেন্ট দাঁড়িয়ে আছে, এবং আশেপাশে কোথাও একটু শান্তি করে বসে থাকার জায়গা নেই। এছাড়াও এখন সর্বত্র আরো অনেক রাস্তা, ফ্লাইওভার হয়েছে। বাস্তবিকই, তারা পুরো শহর জুড়ে রাস্তার উপরে রাস্তা নির্মাণ করেছে! হাঁটার খুব সামান্য স্থান আছে। মনে হয়, শহরটা গাড়ি আর বাস এর জন্যেই শুধু, মানুষ এখানে কেবল প্রাণহীন নিছক বস্তু। এই সকল বিষয় আমাকে খুব দুঃখিত ও রাগানিত্ব করলো। যাইহোক, এই সামান্য হাঁটার জায়গা দিয়েই আমাকে কলেজে যেতে হবে, যা আসলে ট্র্যাফিক-পরিপূর্ণ একটি রাস্তা। তারপর ও আমি শহরে আমার হাঁটাহাঁটি আবার শুরু করলাম। প্রতিদিন এই রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময়, আমি চারপাশে তাকিয়ে দেখি কত কি জিনিসের পরিবর্তন হয়েছে, হচ্ছে। আমি ভেবে যাই, এই সকল পরিবর্তন কি ভাল নাকি খারাপ আমাদের শহরের জন্যে। প্রায়ই আমি রাস্তার ধারের ছোট ব্যবসার মালিকদের সাথে কথা বলি এবং গল্পগুলো আমার নোটবুকে লিখে রাখি। আমি তখন যা দেখেছি তার সম্পর্কে নোট লিখে রেখেছি । কখনও কখনও স্থানীয় সংবাদপত্রগুলো আমার লিখা নোটগুলোর জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করতো। মাঝে সাঝে তারা এই লিখাগুলো গল্পের আকারে প্রকাশও করতো। ধীরে ধীরে, আমি শহরের নানান দিকে আরো গভীর ভাবে নজর দিতে শুরু করলাম - পথঘাট, রাস্তা, দোকান, আশপাশ, পার্ক, অফিস এবং অবশ্যই মানুষ এর দিকে। আমি বুঝলাম যে, একটি শহর আমাদের মানব দেহের মত। আমাদের ভিতরে থাকা অঙ্গগুলির মতই, যদি শহরের সবকিছুই এবং প্রত্যেকে একসাথে কাজ করে তবে শহরটিও স্বাস্থ্যকর থাকবে।

আমি সত্যিই চাইতাম, আমার এই পর্যবেক্ষণ করার প্রতিভা অনুশীলন করতে, যেন আমি মানুষের গল্পগুলো সবার কাজে তুলে ধরতে পারি। তাই আমি আমার লেখার দক্ষতা উন্নত করার জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা কোর্সে ভর্তি হলাম। আমি এখানে চার বছরের জন্য অধ্যয়ন করতে যাচ্ছি এবং অন্যান্য বিষয় যেমন প্রাণিবিদ্যা ও ভূতত্ত্ব, এরকম ক্ষেত্রেও শিক্ষার জন্য সময় ব্যয় করার চেষ্টা করবো।

প্রশ্ন: তোমরা কি তোমাদের শহরে কোন ধরণের পরিবর্তন লক্ষ্য করেছো , যেগুলো যখন তোমরা ছোট ছিলে তখন ছিল না? এমন পরিবর্তনগুলি কি কি?

কয়েক বছর ধরে আমি একটি স্থানীয় সংবাদপত্রের সাথে কাজ করছিলাম যেখানে আমি বিভিন্ন শিল্প সম্পর্কে নিবন্ধ লিখতাম। আমি কয়েক বছর ধরে মহিলাদের জন্য সমান বেতন দাবিতে যুদ্ধ করে সংবাদপত্রের কাজটি ছেড়ে দেই।

তারপরে আমি একটি আলাদা সংবাদপত্রে একজন সাংবাদিক হিসেবে চাকরি নিলাম। এখানে আমি বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও সমাজের বিভিন্ন দিক এবং আমাদের শহরগুলিতে কীভাবে সংস্কৃতির প্রভাব প্রতিফলিত হয় সে সম্পর্কে লিখতে শুরু করেছি। এই কাজের মাধ্যমে আমাদের শহরগুলি কীভাবে গড়ে ওঠে এবং এই গড়ে ওঠার সাথে মানুষের যে সম্পর্ক থাকে, এই ক্ষেত্রে আমার গভীরতা, পর্যবেক্ষণ শক্তি বাড়তে থাকে। আমি বুঝতে পেরেছিলাম, যেকোনো পাড়ার মানুষজনের মধ্যে এই অনুভূতি গড়ে তুলতে হবে যে, এই পাড়ার মালিক তারাই। তাহলেই কেবল পাড়ার পরিবেশ পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন রাখা যাবে, একে রক্ষা করা যাবে। আমার দৃষ্টিতে ইটা সম্ভব করার একটি উপায় হলো, যদি লোকজন আমাদের রাস্তাঘাট গুলো পর্যবেক্ষণ করা শুরু করে। যেমন রাস্তার দিকে তাকালেই তারা দোকানদার, রাস্তার ক্রেতা, পাহারাদার বা এমনকি বাচ্চারা যে রাস্তায় তাদের বন্ধুদের সাথে খেলতে আসে সেগুলো দেখতে পারে। আমি এই অভ্যাসকে "দৃষ্টি পথের দিকে" এই নাম দেই।

প্রশ্নঃ তোমাদের পাড়ার রাস্তাঘাটে এমন মানুষ কি আছে যাদের "দৃষ্টি পথের দিকে"?

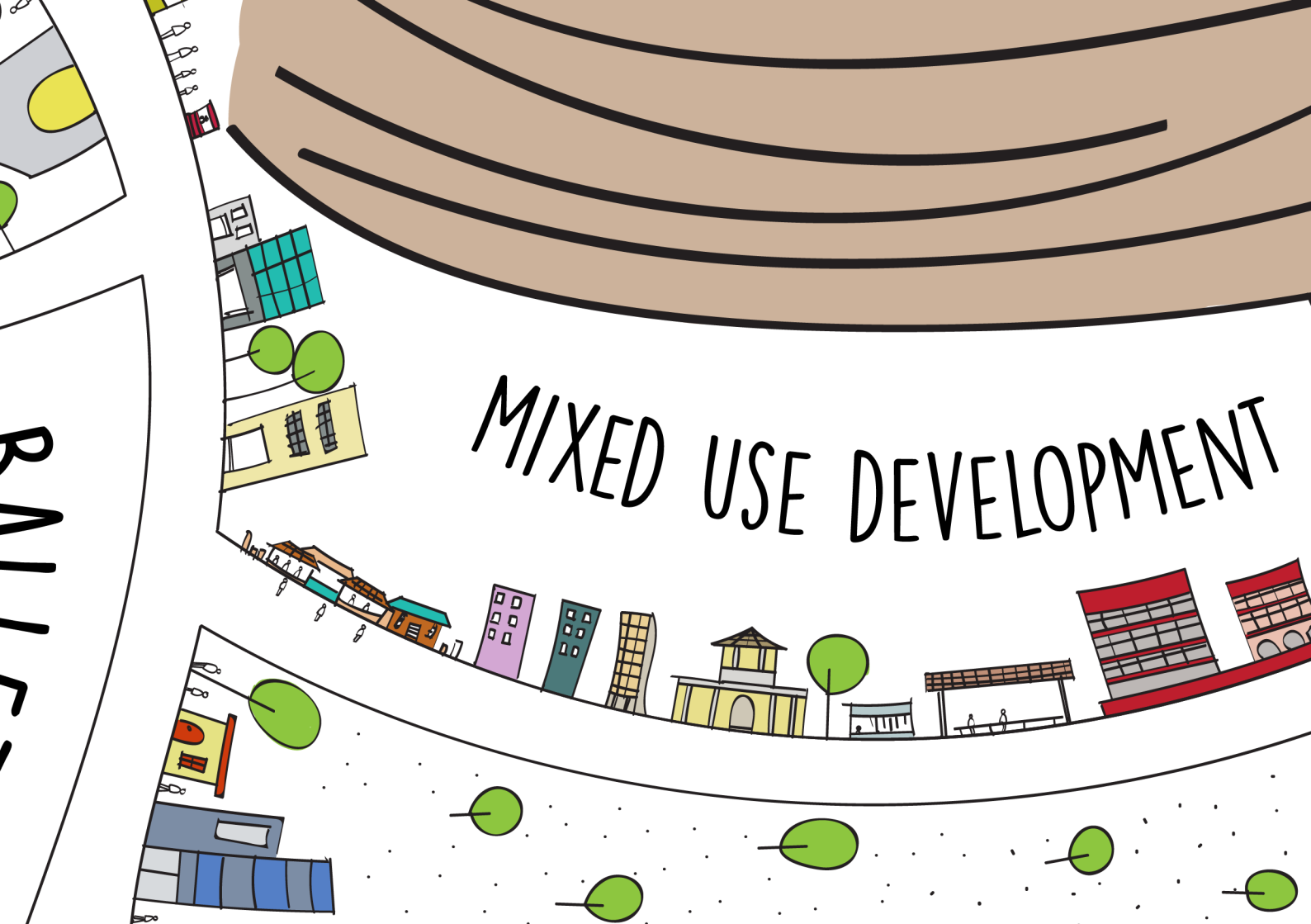
MIXED USE DEVELOPMENT

একবার আমি একজন বিখ্যাত লেখকের সাথে কথা বলতে গিয়েছিলাম এবং আমি এমন একজনকে খুঁজে পেয়েছিলাম যার সাথে আমার দৃষ্টিভঙ্গি মিলে। আমরা একে অন্যের বন্ধু হয়ে যাই এবং এক বছর পর আমরা সিদ্ধান্ত নেই যে আমরা বিয়ে করবো। আমরা আমাদের পাড়া অনেক পছন্দ করি কারণ এর চারপাশে রয়েছে দোকানপাট, খাবারের জায়গা, ছোট ছোট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ।

আমি সাধারণত আমাদের বাড়ির বারান্দায় নিয়ে গিয়ে আমার সন্তানকে খাবার খেতে দেই বিভিন্ন সময় এবং তখন রাস্তায় কি কি হয় তা আমি দেখতে থাকি। সারাদিনই রাস্তাটি খুব ব্যস্ত থাকে বিভিন্ন উৎসবমুখর কাজে। ফল বিক্রেতা, রাস্তার পাশের চায়ের দোকান, রাজনৈতিক বৈঠক যাই হোক না কেন রাস্তাটি সবসময় ব্যস্ত থাকে। আমি যখন বারান্দা থেকে এইগুলো দেখি, তখন মনে হয় সবাই অজান্তেই কোনো এক অনুষ্ঠানে মেতে উঠেছে।

আমি এটাকে " রাস্তার নৃত্য" বলতে শুরু করি। সবাই জানে তাদের কাজ কি, সবাই জানে কোথায় যেতে হবে এবং এর ফলে রাস্তাটি বিভিন্ন কর্মব্যস্ততায় ভড়ে উঠে। আমি মনে করি এই রাস্তাগুলো একটি শহরের শক্তির মূল উৎস এবং এরকম কর্মব্যস্ততায় ভরা জায়গাগুলো যত বেশি দেখতে পাবে, ততই তোমার শহরটিকে ভালো লাগবে।

প্রশ্ন: তোমার বাড়ির আশেপাশে কি এমন কোনো রাস্তা রয়েছে যা মানুষের নানারকম কর্মব্যস্ততায় পূর্ণ? তুমি তোমার শহরের কোন রাস্তাটি পছন্দ করো?

30

BALLET OF THE SIDEWALK

অনেক বছর ধরে সংবাদপত্রের সাথে কাজ করার পর, আমি ভাল বেতন প্রদানকারী একটি স্থাপত্য ম্যাগাজিনের সাংবাদিক পদে চলে যাই। স্থপতিরা বিভিন্ন ধরণের ভবন এবং তার চারপাশের খালি জায়গা ডিজাইন করে থাকেন। এই পত্রিকা সাধারণত হাউজিং মার্কেট এবং বাড়ির স্থাপত্য সম্পর্কে লিখালিখি প্রকাশ করে। আমি এই পত্রিকার শহর নিয়ে লিখালিখি বিভাগে ছিলাম। এই কাজ করতে করতে আমি আরও ভালো ভাবে জানতে পেরেছিলাম যে কোন শহরে কোন স্থান কিভাবে কাজ করে বা কিভাবে ব্যর্থ হয়। আমি লক্ষ্য করলাম, শহরটির কিছু অংশে উন্নয়ন প্রবিধানগুলির সাম্প্রতিক পরিবর্তন ফলে হাউজিংয়ের জন্য বিল্ডিংয়ের ধরন পরিবর্তন করা হয়েছে। যেখানে শুধুমাত্র দুতলা অনুমোদিত ছিল, এখন ভবন করার জন্য দশ তলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এর ফলস্বরূপ, অনেক ছোট ঘর ধ্বংস হয়ে গিয়েছে এবং তাদের জায়গায় ভয়ংকর এপার্টমেন্ট স্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু সেই সকল ভেঙ্গে ফেলা ঘরগুলির মধ্যে আমাদের ঐতিহ্য এবং সাংস্কৃতিক মূল্য ছিল। এই উন্নয়নগুলো এলাকায় মান উন্নত করার নিয়ম না মেনেই ঘটছিল। নতুন হাউজিংগুলি থেকে আশেপাশের পুকুর, জলাশয়ে, নদীতে ময়লা ফেলা শুরু হল কারণ বিল্ডিং বানানোর আগে কিভাবে এই সমস্ত বাড়ির বজ্রপদার্থ ব্যবস্থা করা হবে সেটা চিন্তা করা হয়নি। এদের মধ্যে একটি প্রকল্প এর সামনে সংকীর্ণ একটি রাস্তা ছিল, যা শুধু ওই এপার্টমেন্ট এর জন্যেই যথেষ্ট ছিল, কিন্তু যখন একটি শপিং কমপ্লেক্সও ওই রাস্তার পাশে গড়ে উঠলো তখন এ অঞ্চলে প্রচুর ট্র্যাফিক জ্যাম সৃষ্টি হতে শুরু করলো। আমি এই সমস্যাগুলির বিষয়ে লিখতে শুরু করি যেনো শহর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আর ডেভেলপাররা কী নির্মাণ করছে এবং এইসকল স্থাপনার প্রভাব কোথায় কিভাবে পড়ছে সেটা নিয়ে আরো সতর্ক হয়।

এখন এই ঘটনাগুলি শহরের ভিতরেই যে কেবল ঘটছে তা নয়, শহরের সীমান্তের বাইরেও বিভিন্ন হাউজিং প্রকল্প হচ্ছে। আর এইসকল প্রকল্প কৃষিজমি-খামার যা ছিল তা সবই প্রতিস্থাপন করে ফেলছে। আমি লক্ষ্য করেছি যে, এই নতুন গড়ে ওঠা চিত্তাকর্ষক আধুনিক এলাকায় ছোটখাটো দোকান, সাধারণ বিক্রেতা, ছোট অফিস, রেস্তোরাঁ -- কোনো কিছুই শহরের পুরোনো অংশগুলির মতো নয়। খুব অল্প লোক এখন রাস্তায় হাঁটতে সাচ্ছন্দবোধ করে। বেশির ভাগ মানুষই নিজের গাড়িতে চড়তে ভালোবাসে। কেউ এখানে কাউকে চিনে না এবং কেন যেন সবাই সবসময় বিরক্তি আর রাগ প্রকাশ করে। আমাদের শহরটি এইরকম ছিল না কখনোই। আমি লক্ষ্য করলাম, উন্নয়নের এই নতুন প্রবণতা অবশ্যই আমাদের শহরের জন্য স্বাস্থ্যকর নয়।

প্রশ্নঃ তোমরা কি এমন কোনো এলাকা চেনো যেখানে আমাদের ঐতিহ্যময় কর্মব্যস্ত রাস্তা ঘিরে যে প্রাণবন্ত জীবন ছিল তার এখন অভাব রয়েছে? তোমরা কোন বড় অ্যাপার্টমেন্ট বা শপিং মল এর কথা জানো, যা আমাদের ছোটোছোটো পাড়াগুলোকে প্রতিস্থাপিত করে ফেলেছে? এ সম্পর্কে কি তোমাদের কি মনে হয়?

এখন আমার চল্লিশ বছর। আমি বহুদিন ধরে আমাদের শহরের বিভিন্ন অংশ পর্যবেক্ষণ করে পাবলিক যানবাহন, হাউজিং, পরিবেশ, মানুষ এবং আরও অনেক কিছু সম্পর্কে অনেক নিবন্ধ লিখেছি।

গত মাসে আমি একটি বিশিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে নগর নিয়ে বক্তৃতা দিতে সুযোগ পেয়েছিলাম। বক্তৃতা ছিল মাত্র বিশ মিনিটের, কিন্তু আমার বক্তৃতার বিষয়বস্তু নিয়ে শ্রোতাদের মিশ্র মতামত ছিল। কিছু লোক আমাকে বলেছিল যে, আমার ধারণাগুলি যুক্তিযুক্ত আর সত্য। আবার অন্যরা দ্বিমত প্রকাশ করেছিল কারণ আমি একজন মহিলা এবং তারা মনে করেছিল যে বিষয়টি নিয়ে আমার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা নেই। যাইহোক, তারা আমার আত্মবিশ্বাসে কোনো আঘাত করতে পারে নি, আমার মতামতেও কোনো পরিবর্তন আনতে পারে নি।

আমার আলাপচারিতায় প্রভাবিত হয়ে বিখ্যাত এক পত্রিকার সম্পাদক আমাকে তার ম্যাগাজিনের জন্য নগর বিষয়ে আমার যা চিন্তা ভাবনা তার উপর ভিত্তি করে একটি নিবন্ধ লিখতে বললেন। সেখানে আমি "মানুষের জন্যে শহর" নামে একটা নিবন্ধ লিখেছিলাম। সে লেখাটায় আমি " সবাই হাঁটবেন" এই ধারণাটির উপর জোর দিয়েছিলাম। আমার নিবন্ধটি বেশজনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং অনেক লোক এটি নিয়ে আলোচনা করে। একবার পাঠকদের মধ্যে একজন আমাকে রাস্তায় নিয়ে গিয়ে বললো যে, আমি যেভাবে শহরের নাগরিকদের আহ্বান জানিয়েছি তাদের নগর, আশেপাশের এলাকা এবং সম্প্রদায়গুলিকে সংরক্ষণ করে রাখার জন্য, তাতে তিনি মুগ্ধ হয়ে গেছেন। হ্যাঁ, আমরা যদি সত্যি ভাল শহর চাই, তবে অবশ্যই আমরা লড়াই করব!

প্রশ্ন: জেনির ধারনা নিয়ে তোমরা কি একমত যে "শহরগুলি মানুষের জন্য"? যদি একমত হও, তাহলে তোমাদের কি কখনো মনে হয়েছে যে তোমাদের "শহরটি মানুষের জন্য" এই ভিত্তিতে কাজ করে না? তোমার মতে কোনটি তোমার পাড়ার বা শহরের অনন্য বৈশিষ্ট্য?

ALLOWING FOR THE
STRANGE

আমি তোমাদের এটা জানাতে পেরে খুব খুশি যে নগর নিয়ে একটি বই লিখার জন্যে আমি এবার বিশাল পরিমাণ টাকা পেয়েছি । আমি আমার বইটি সম্পূর্ণ করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করছিলাম। হঠাৎ আমি একটি নগর কর্পোরেশন এর পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে পারি যেখানে তারা মনে করছিলো যে আমি স্থানীয় সম্প্রদায়ের জন্য ক্ষতিকর কাজ করে চলেছি।

দেখা গেলো শহরের কেন্দ্রস্থল দিয়ে ট্রাফিক আর যানজট কমানোর জন্য একটি ফ্লাইওভার নির্মাণ করা হবে। আমি খুব রেগে গেলাম, কারণ এই ফ্লাইওভার নির্মিত হলে আশেপাশের সকল বসতি ভেঙে ফেলতে হবে। ঠিক তখনই, আমি আমার ধারণাগুলি সক্রিয় করতে এবং এই ফ্লাইওভার নির্মাণ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিলাম।

বিরামহীন ভাবে, বহু মাস ধরে, আমি ওই পরিকল্পনা সম্পর্কে বিভিন্ন প্রতিবাদ ও আবেদনপত্র সংগঠিত করতে লাগলাম এবং সাধারণ মানুষজনকে আমাদের উদ্বেগগুলির বিষয়ে স্থানীয় কাউন্সিলর, রাজনীতিবিদদের চিঠি লিখতে উৎসাহিত করেছিলাম। যৌথভাবে, আমরা তিরিশ হাজার চিঠি লিখেছি বিভিন্ন কর্মকর্তাদের কাছে, তাদের ফ্লাইওভার নির্মাণ করার পরিকল্পনা নিষিদ্ধ করার অনুরোধ জানিয়েছি। এই ভাবে এখন, অনেক লোক আমাকে জনসমক্ষে হিসাবে চিনতে শুরু করে এবং শহরটিতে অন্যান্য সম্প্রদায়গুলি সংরক্ষণের জন্য আমার অনেক প্রচেষ্টা নিয়ে মিলেছিল।

প্রশ্ন: তোমরা কি এমন কোন প্রকল্পের কথা জানো যেটা সংশ্লিষ্ট জায়গার বাসিন্দাদের ঘরবাড়ি ছাড়া করতে বাধ্য করেছে? এই প্রকল্প সম্পর্কে তোমরা কি মনে করো?ওই সকল স্থানীয় বসতি সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি?

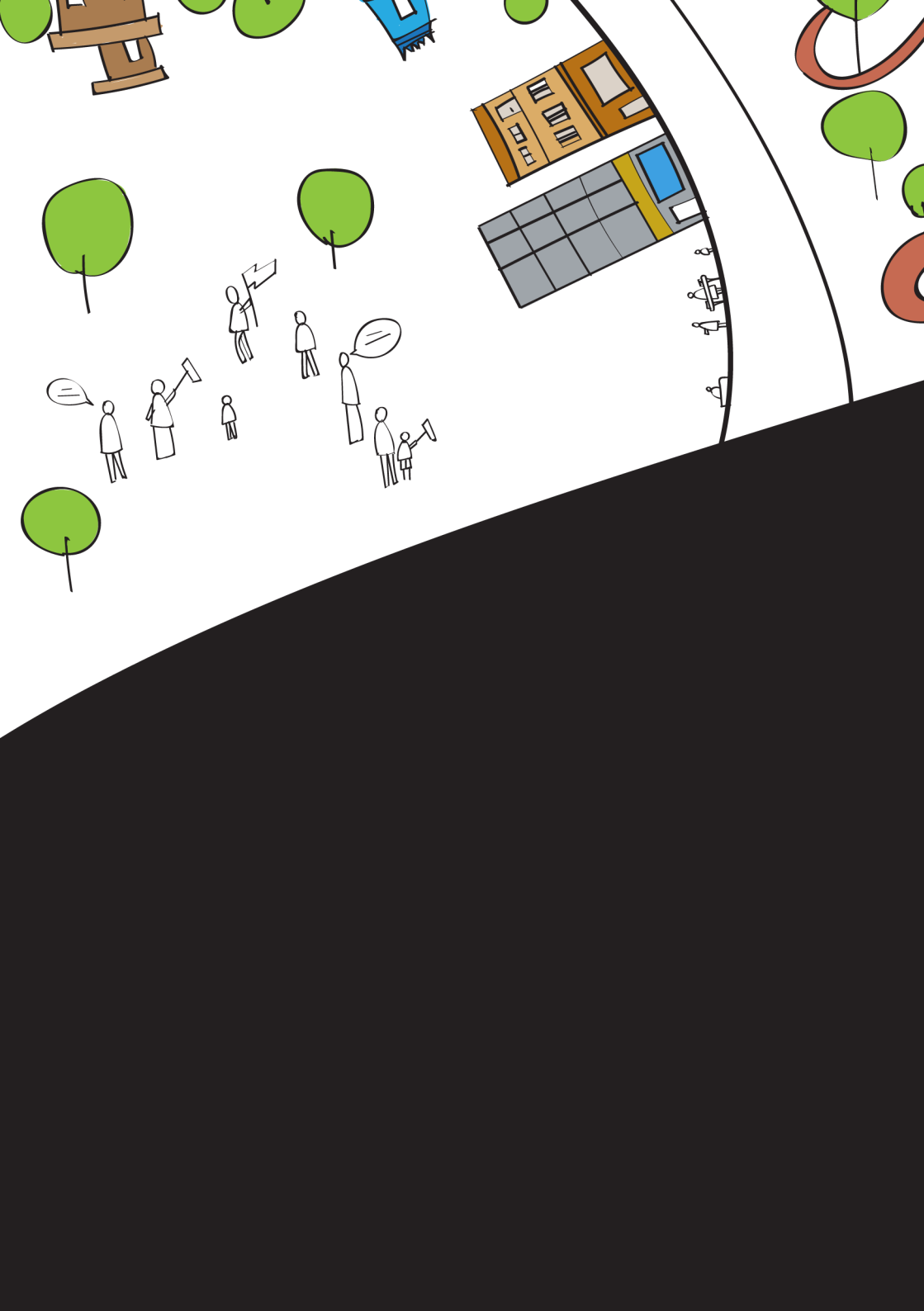

সফলভাবে ফ্লাইওভারটি নির্মাণ বন্ধ করার পর, আমি আবার আমার বই লেখার বিষয়ে মনোযোগ দেই এবং বইটি লেখা শেষ করি।

বইটিতে আমি এমন সব প্রকল্পের কথা লিখেছিলাম যেগুলো নগরের অস্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রার পিছনে দায়ী; যে প্রকল্পগুলো আমাদের শহরের জলাশয় গুলোকে ভরাট করে বাস্তবায়ন করা হয়েছে, যে হাউজিং বিল্ডিংগুলো নগরের পার্ক, বাজার-রেস্তোরার জায়গা দখল করে করা হয়েছে এবং আমি আরো উল্লেখ করেছি নতুন আধুনিক আবাসিক এলাকার সে সকল রাস্তার কথা যেগুলো শুধুমাত্র গাড়ি চলাচলের উপযুক্ত ভাবে তৈরি করা হয়েছে, মানুষের হাঁটার ব্যবস্থাকে প্রাধান্য না দিয়ে।

আমি উত্থাপন করেছি যে প্রকল্পগুলির মধ্যে বেশিরভাগই আসলে "নগর বিরোধী", কারণ তারা শহরগুলিকে বাসিন্দাদের বসবাসযোগ্য করার উদ্দেশ্যে তৈরি করছে না। আমি যুক্তি দিয়েছি যে ভালো এলাকাতেও সংগঠিত বিশৃঙ্খলার মাঝে ঘন জনবসতি থাকতে পারে। মনে আছে আমি যে পর্যবেক্ষণ করেছিলাম রাস্তার আশেপাশেও কি রকম সুন্দর কর্মব্যস্ত জীবনের উদাহরণ পাওয়া যায়, কিভাবে শহরের ঐতিহ্য তার বাজার-ঘাট আর পার্কে মানুষ জনের নানা কাজের মাদ্ধমে ফুটে ওঠে? আমি আমার বইয়ে এই সব ধারণা অনেক বিস্তারিতভাবে লিখলাম। সেই জায়গাগুলির উদাহরণ দিলাম, যেখানে শহরের মানুষজন দিনের যেকোনো সময় থাকতে পারে এবং শুধুমাত্র মানুষজনের উপস্থিতি আশ্চর্য ভাবে একটি এলাকার অপরাধকর্ম কমিয়ে আনতে পারে।

অবিলম্বেই আমার বই বিশাল প্রশংসিত হয় এবং সমালোচকরা একে একটি যুকান্তকারী কাজ হিসাবে গণ্য করেন। অনেকেই আমার সাহসী বক্তব্যের সাথে একমত পোষণ করেন, আবার অনেক লোক এর বিরোধিতাও করেন। কিন্তু যারা আমার মতামতের বিরুদ্ধে ছিল তারাও মনে করেছিল যে, বইটি খুব প্রভাবশালী এবং বইটি পড়ার পর অনেক মানুষই তাদের এলাকার রাস্তা-ঘাট; আশেপাশের পরিবেশ নিয়ে ভিন্নভাবে চিন্তা শুরু করবে।

প্রশ্ন: এটা কি জরুরি যে প্রত্যেকের মতেই তোমার দেয়া ধারণাটি গ্রহণযোগ্য হতে হবে? কেন অথবা কেন নয়?

বইটি শেষ করার ঠিক পরেই, আমি জানতে পারলাম যে আমার নিজেরই পাড়ার একটি নিম্নবিত্ত জনবসতি, যা আমরা সচরাচর বস্তি নামে আখ্যায়িত করি সেটা তুলে দেয়া হচ্ছে - আধুনিক এক প্রকল্পের অংশ হিসাবে।

তারা শহর থেকে দূরে অন্য জায়গায় আমার প্রতিবেশীদের স্থানান্তরিত করতে যাচ্ছেন। আমি শত শত প্রতিবেশীদের নিয়ে এই প্রস্তাবের বিপক্ষে দৃঢ়ভাবে বিরোধিতা করেছিলাম। পাশাপাশি আমাদের আশেপাশের এলাকাগুলো বাঁচানোর জন্য একটি কমিটি গঠন করেছিলাম।

বিভিন্ন বয়সের, বিভিন্ন শ্রেণীর এবং বিভিন্ন পেশার মানুষ একত্রে এসে আমার পাশে দাঁড়ালো এই ধ্বংসযজ্ঞের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে। আমরা বড় কমিটিকে কতগুলো ছোট কমিটিতে ভাগ করলাম এবং এই ছোট দলগুলোর মধ্যে বিভিন্ন দায়িত্ব বন্টন করে দিলাম। তাদের মধ্যে কেউ সরকার কীভাবে কাজ করে, তা নিয়ে গবেষণা করলো, কেউ কেউ আইনি বিষয়গুলি দেখলো, কেউ কিছু ইংরেজি বই অনুবাদ করলো এবং অন্যরা পোষ্টার, প্রচারপত্র তৈরি করলো। এই সব কাজের মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম যে, সরকারকে কোনো এলাকা থেকে কোনো প্রতিস্থাপনা ভাঙতে হলে বা কোনো বসতি অন্যত্র স্থানান্তরিত করতে হলে অবশ্যই তার আগে সে এলাকার বাসিন্দাদের কাছ থেকে অনুমোদন নেয়া লাগবে। অতএব, আমরা "নিম্নবিত্ত জনবসতি স্থানান্তর প্রত্যাহার করতে চাই" এটা যেন নগর কর্তৃপক্ষ এবং সরকারের কর্মকর্তারা জানেন তা নিশ্চিত করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করে গেলাম। যুদ্ধের প্রায় এক বছর পর, প্রকল্পটি অবশেষে বাদ দেওয়া হয়। আমাদের পাড়ার সেই এলাকাটি সংরক্ষণ করা হয়। এটা বলার অপেক্ষা আর নেই যে, আমাদের সকলের এমন কঠোর পরিশ্রম ছাড়া এটা কখনোই সম্ভব হতো না। আমি ভেবে খুব আনন্দিত হই যে, সকলেই এ লড়াইয়ে সমান ভাবে অংশ নিয়েছিল।

প্রশ্ন - তোমরা তোমাদের ক্লাসের সহপাঠীদের মধ্যে কি কি ধরণের প্রতিভা খুঁজে পেয়েছো? তোমরা কি কখনো কোনো লক্ষ্য অর্জন করতে গিয়ে সহপাঠিদের সাথে মিলে কাজ করেছো?

সারাজীবন ধরেই আমি আমার বইয়ের লেখাগুলোকে বাস্তবে রূপ দিতে চেয়েছি। আমি ফ্লাইওভার নির্মাণ কাজ বন্ধ করতে সাহায্য করেছিলাম এবং এর কয়েক বছর পর, আমি দেখলাম যে নগরে আরো একটি এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের জন্য নতুন পরিকল্পনা করা হচ্ছে যা সেখানের অনেকগুলি নিম্নবিত্ত সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দেবে। আবারো, আমি এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে একজন মুখপাত্র হয়ে উঠি। শত শত মানুষ ওই নির্মাণের কাজের প্রতিবাদে একত্রিত হয় এবং আরও একবার আমরা এই প্রকল্প বন্ধ করার জন্য সরকারকে সন্তুষ্ট করতে পারি।

প্রায় ছয় বছর পরে, পরিকল্পনাটি আবার বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করা হয়। অনেকেই আমাকে এই প্রতিবাদের নেতা হিসেবে মেনে নেয় , কিন্তু আমি বিশ্বাস করি এটি হাজার হাজার মানুষের প্রচেষ্টা, যারা প্রকল্প বন্ধ করার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করেছে। কর্মকর্তারা জনসাধারণের কাছে প্রকল্পটি ব্যাখ্যা করার জন্য একটি বড় সভার আয়োজন করে এবং আমি বললাম যে আমি এই লোক দেখানো সভা গুলো দেখে দেখে ক্লান্ত। আমি জোর গলায় বলি, এই সভাগুলো আয়োজন করা হয় জনগণদের দেখানোর জন্যে যে তাদের মতামত নিয়ে শহরের নির্মাণ পরিকল্পনা করা হয়। কিন্তু বাস্তবে এইগুলো লোক দেখানো এবং শহরের নির্মাণ পরিকল্পনায় জনগণের কোনো মতামতকেই গণ্য করা হয় না। সেই সভায় শত শত লোক আমাকে সমর্থন করেছিল। বৈঠকে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় এবং পুলিশ আমাকে ধরে নিয়ে যায় সরকারি প্রশাসনকে বাধা দেওয়ার জন্য। অবশেষে আমি মুক্তি পেয়েছিলাম, কিন্তু বিক্ষোভকারীরা একটি চাপ তৈরি করেছিল এবং এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েয়ের সকল পরিকল্পনা সরানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল।

প্রশ্ন: তোমার আশেপাশের কোন কোন জিনিসগুলো রক্ষা করতে তুমি প্রতিবাদ করবে ? তোমার আশেপাশে এমন কিছু কি রয়েছে যা তুমি রক্ষা করতে চাও?

52

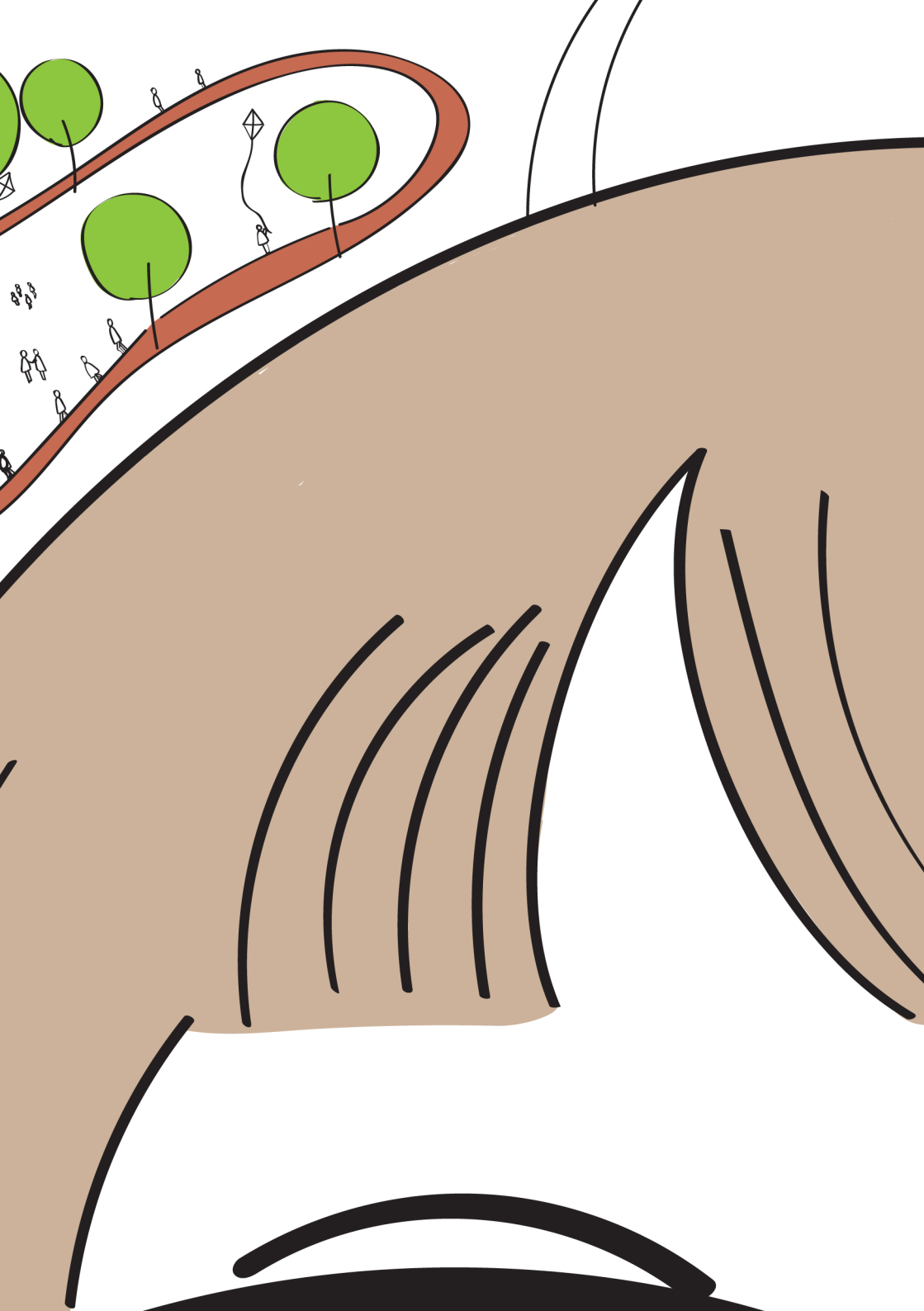

আমি আমার সমগ্র জীবন নগর এলাকা এবং আমাদের ছোট-বড় সম্প্রদায়গুলো সংরক্ষণের জন্য যুদ্ধ করে গিয়েছি। 'এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে' নির্মাণ বন্ধ করার সকল প্রচেষ্টা খবরের কাগজ এবং টিভিতে প্রচারের পরে শহর জুড়ে সকল নাগরিক তাদের নিজস্ব সম্প্রদায় সংরক্ষণের জন্য লড়াই করার শক্তি পায়।

অবশেষে সরকারী কর্মকর্তা ও নগর পরিকল্পনাকারীরা শহর সম্পর্কে আমার নতুন ধারণাগুলির মূল্য বুঝতে পেরেছিলেন। স্থপতি ও পরিকল্পনাকারীরা ধীরে ধীরে জনগণের সাথে জড়িত হয়ে কাজ শুরু করে। নাগরিকরা যা প্রত্যাশা করে এবং যা প্রত্যাশা করে না তার ভিত্তিতে পরিকল্পনা করতে শুরু করে। শহরের সহকারী কর্মকর্তারা ভাবতে শুরু করে, আমি এমন একজন ব্যক্তি যে মানুষকে শিখিয়েছে যে কিভাবে একটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ এবং কার্যকরি জিনিস গুলোকে রক্ষা করতে হয় এবং কিভাবে সাধারণ জ্ঞানকে ব্যবহার করে শহরের পরিকল্পনা করতে হয়। অবশেষে বলতে চাই, আমার বিশ্বাস আমি মানুষজনকে তাদের শহর সম্পর্কে ভিন্নভাবে চিন্তা করার জন্য উৎসাহিত করতে পেরেছি। এই আমার জীবনের গল্প।

প্রশ্ন: তুমি তোমার জীবনের অনুপ্রেরণা হিসাবে কাকে দেখতে পাও এবং কেন? জেনি কি কোনো ভাবে তোমাদেরকে অনুপ্রাণিত করতে পেরেছে?